Hara Ngākau Kino | ঘৃণা-প্রণোদিত অপরাধের পর্যালোচনা

রেফারেন্সের শর্তাবলী

প্রকল্পের সারসংক্ষেপ

Te Aka Matua o te Ture | আইন কমিশন এওতেয়ারোয়া নিউজিল্যান্ডের ঘৃণা-প্রণোদিত অপরাধ সম্পর্কিত আইন পর্যালোচনা করবে এবং তার সাথে সাথে নতুন ঘৃণা-প্রণোদিত অপরাধ নির্ধারণ করতে আইনটি পরিবর্তন করা উচিত কিনা তার উপর বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। এই পর্যালোচনার ক্ষেত্রে, "ঘৃণা-প্রণোদিত অপরাধ" মানে এমন আচরণ যা ইতিমধ্যেই নিউজিল্যান্ডের আইনের অধীনে একটি ফৌজদারি অপরাধ বলে বিবেচিত হয় এবং এছাড়াও, সাধারণ বৈশিষ্ট্য (যেমন জাতি, বর্ণ, জাতীয়তা, ধর্ম, জেন্ডার বা লিঙ্গ, লিঙ্গ পরিচয়, যৌন অভিমুখ, বয়স বা অক্ষমতা) সম্বলিত কোনও গোষ্ঠীর প্রতি ঘৃণা বা শত্রুতার কারণে যে অপরাধ সংঘটিত হয়।

বর্তমানে, এওতেয়ারোয়া নিউজিল্যান্ডের আইন সাজা দেওয়ার সময় ঘৃণা-প্রণোদিত অপরাধের প্রতি প্রতিক্রিয়া জানায়। কোনও ব্যক্তি "স্থায়ী সাধারণ বৈশিষ্ট্য" সম্বলিত কোনও গোষ্ঠীর প্রতি শত্রুতার কারণে অপরাধ করে থাকলে, সাজা দেওয়ার সময় আদালতকে অবশ্যই এটি একটি উত্তেজক কারণ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে (দণ্ডবিধি আইন 2002-এর ধারা 9(1)(h) দেখুন)।

15 মার্চ 2019 তারিখে ক্রাইস্টচার্চ মসজিদে সন্ত্রাসবাদী হামলার তদন্ত করে রয়্যাল কমিশন অব ইনকয়ারি যে রিপোর্ট পেশ করেছে তাতে নতুন ঘৃণা-প্রণোদিত অপরাধ নির্ধারণ করার সুপারিশ করা হয়েছে। বিশেষ করে, সুপারিশ 39-এ প্রস্তাব করা হয়েছে যে নতুন ঘৃণা-প্রণোদিত অপরাধগুলি নির্ধারণ করা হবে এইসব ক্ষেত্রে:

(a) সংক্ষিপ্ত অপরাধ আইন 1981 (আপত্তিকর আচরণ বা ভাষা, আক্রমণ, ইচ্ছাকৃতভাবে ক্ষতি করা এবং ভয় দেখানোর মতো বিদ্যমান অপরাধের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ); এবং

(b) অপরাধ আইন 1961 (Crimes Act) (আক্রমণ, অগ্নিসংযোগ এবং ইচ্ছাকৃতভাবে ক্ষতি করার মতো বিদ্যমান অপরাধের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ)।

পর্যালোচনার ব্যাপ্তি

আইন কমিশনের পর্যালোচনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে কিন্তু এতেই সীমাবদ্ধ নয়, নিম্নোক্ত বিষয় বিবেচনা করা হবে:

(a) এওতেয়ারোয়া নিউজিল্যান্ডের বর্তমান আইন পর্যাপ্তভাবে ঘৃণা-প্রণোদিত অপরাধের প্রতি প্রতিক্রিয়া দেয় কিনা (বিশেষ করে দণ্ডবিধি আইন 2002-এর ধারা 9(1)(h) অনুযায়ী, যার জন্য অপরাধীকে সাজা দেওয়ার সময় শত্রুতা সংক্রান্ত অনুপ্রেরণার বিষয়টি বিবেচনা করা প্রয়োজন)।

(b) বর্তমান আইনের কার্যকারিতা সম্পর্কে কোনও উদ্বেগ আইনি (বা কার্যকরী) ব্যবস্থার মাধ্যমে সমাধান করা উচিত কিনা, যেমন, ঘৃণা-প্রণোদিত অপরাধের সৃষ্টি।

(c) ঘৃণা-প্রণোদিত অপরাধ যদি তৈরি করা হয়ে থাকে:

(i) কোন বিদ্যমান অপরাধের সাথে সেগুলির সম্পর্ক থাকা উচিত;

(ii) কোন সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি সেগুলিতে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত;

(iii) অপরাধের মধ্যের ঘৃণা বা শত্রুতার উপাদান কীভাবে প্রতিষ্ঠিত করা উচিত;

(iv) সর্বোচ্চ কোন কোন শাস্তি উপযুক্ত; এবং

(v) নতুন অপরাধ বিবেচনা করার জন্য এবং ঘৃণা-প্রণোদিত অপরাধীদের যথাযথভাবে শাস্তি প্রদান নিশ্চিত করার জন্য দণ্ডবিধি আইনে কোনও সংশোধন বাঞ্ছনীয় কিনা।

সংস্কারের জন্য সুপারিশ করার সময় আইন কমিশন 'তে আও মাওরি' (te ao Māori) বিবেচনা করবে এবং নিউজিল্যান্ডের সমাজের বহুসাংস্কৃতিক চরিত্রকে বিবেচনা করবে।

পর্যালোচনাটি এমন অপরাধমূলক আচরণগুলিকে বিবেচনা করবে না যা বর্তমানে নিউজিল্যান্ডের আইনের অধীনে অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করা হয় না। সন্দেহ এড়ানোর জন্য, পর্যালোচনা 15 মার্চ 2019-এ ক্রাইস্টচার্চ মসজিদে সন্ত্রাসবাদী হামলার বিষয়ে রয়্যাল কমিশন অব ইনকয়ারির রিপোর্টের 40 এবং 41 নং সুপারিশ বিবেচনা করবে না, যা নিম্নোক্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে:

(a) মানবাধিকার আইন 1993-এর ধারা 61 এবং 131 সহ ঘৃণা-প্রণোদিত বক্তব্য সম্পর্কিত আইন; এবং

(b) চলচ্চিত্র, ভিডিও এবং প্রকাশনা শ্রেণিবিন্যাস আইন 1993-এর ধারা 3 অনুযায়ী কখন কোনও প্রকাশনা "আপত্তিকর" হিসেবে বিবেচনা করা হয় তার সংজ্ঞা।

সময় এবং প্রক্রিয়া

আইন কমিশন 2025 সালের প্রথম দিকে প্রকাশ্যে আলোচনা করতে চায়।

আইন কমিশন 2026 সালের মাঝামাঝি সময়ে তাদের সুপারিশ সহ আইন কমিশনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীর কাছে রিপোর্ট জমা দিতে চায়।

আইন কমিশন সম্পর্কে

আইন কমিশন একটি স্বাধীন ক্রাউন সংস্থা যা সরকারকে আইন সংস্কার সংক্রান্ত পরামর্শ প্রদান করে। আমরা যেভাবে আমাদের কাজ বা সুপারিশ করি সেই ব্যাপারে সরকার কোনও রকম নির্দেশ দেয় না।

আমরা গবেষণা ও জনসংযোগ পরিচালনা করি এবং তারপর আইনের উন্নতির জন্য সরকারের কাছে সুপারিশ করি। এইসব সুপারিশ, রিপোর্টের মাধ্যমে বিচার মন্ত্রীর কাছে প্রকাশ করা হয়। মন্ত্রীকে আমাদের প্রতিবেদন সংসদে অবশ্যই উপস্থাপন করতে হবে।

সরকার সিদ্ধান্ত নেয় যে আইন পরিবর্তন করবে কিনা এবং করলে কীভাবে করবে। আমরা কী করি সেই সম্পর্কে আইন কমিশনের ওয়েবসাইট থেকে আপনি আরও জানতে পারবেন।